মায়ানমার শরণার্থী বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

১৯৯১-৯২ সালে মায়ানমার থেকে ২,৫০,৮৭৭ জন শরণার্থী বাংলাদেশে আগমন করে। বাংলাদেশ সরকার আগত শরণার্থীদের জন্য তাৎক্ষনিক ভাবে ২২টি শরণার্থী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে। UNHCR এর সহায়তায় ২,৫০,৬৭৭ জন মায়ানমার শরণার্থীর মধ্যে বর্তমান পর্যন্ত ২,৩৬,৫৯৯ জন শরণার্থীকে মায়ানমারে প্রত্যাবাসন (Repatriation) করা হয়েছে। বর্তমানে কক্সবাজারস্থ টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় যথাক্রমে নয়াপাড়া ও কুতুপালং ২ টি শরণার্থী ক্যাম্পে ৩১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৩,৫৪২ জন রেজিষ্টার্ড শরণার্থী অবস্থান করছে। ক্যাম্পে বসবাসরত শরণার্থীদেরকে WFP খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে এবং UNHCR Non-food item সমূহ সহায়তা দিয়ে আসছে। তাছাড়া, কয়েকটি NGO (TAI, RTMI, Handicap-International, CODEC, NGO Forum & ACF) শরণার্থী ক্যাম্পে সীমিত আকারে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শরণার্থী বিষয়ক সার্বিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করার জন্য শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার দায়িত্ব পালন করে।

এক নজরে তথ্যাবলী:

০১. ১৯৯১-৯২ সালে মায়ানমার হতে আগত শরণার্থীর সংখ্যা : ২,৫০,৮৭৭

০২. প্রত্যাবাসনকৃত শরণার্থীর সংখ্যা (+ - জন্ম মৃত্যুর হিসাবসহ) : ২,৩৬,৫৯৯
(২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ হতে ২৮ জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত)

০৩. বর্তমানে ক্যাম্পে উপস্থিত শরণার্থী সংখ্যা (৩১ জুলাই'২০১৭ পর্যন্ত) : ৩৩,৫৪২

	পরিবার	সদস্য
কুতুপালং শরণার্থী শিবির	২৬২০ টি	১৩৯৮৫ জন
নয়াপাড়া শরণার্থী শিবির	৩৭০৯ টি	১৯৫৫৭ জন
মোট =	৬,৩২৯ টি	৩৩,৫৪২ জন

০৪. বর্তমানে শরণার্থী ক্যাম্পসমূহ : ২টি
টেকনাফ উপজেলা- নয়াপড়া শরণার্থী শিবির (০.৩৫ বর্গ কি.মি.) ৮৫ একর
উখিয়া উপজেলা-কুতুপালং শরণার্থী শিবির (০.৩২ বর্গ কি. মি.) ৭৫ একর

০৫. বয়স ভিত্তিক শরণার্থী সংখ্যা

বয়স ভিত্তিক	শতকরা পুরুষ	শতকরা মহিলা	সর্বমোট%
০-৪	৬.৮৬	৬.১৭	১৩.০৩
৫-১৭	১৯.৬৪	১৯.৩৬	৩৯.০০
১৮-৫৯	১৯.১৬	২৫.০৬	৪৫.২২
৬০- উর্দ্ধ	১.৪৩	১.৩২	২.৭৫
সর্বমোট	৪৭.০৯	৫২.৯১	১০০%

গড় পরিবার সংখ্যা-৭ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার-২.৬০ ৫৮% জন শরণার্থীর জন্য ক্যাম্পে

০৬. শরণার্থীদের মধ্যে প্রদানকৃত সুবিধাদি : (মৌলিক সেবা)
অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, পয়:নিষ্কাশন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ২১টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০২টি

ক্যাম্প হাসপাতাল
(ইনডোর ও আউট ডোর ০২টি)

০৭. খাদ্য সহায়তা: (প্রতিজন প্রতিদিন ২,১০০ কিলো ক্যালরী)
২০১৩-১৪ সালে GOB ও UNHCR এর Joint verification এ দুটি ক্যাম্পে শরণার্থীর ডাটাবেইজ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে WFP শরণার্থীদের ফিংগারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে শরণার্থীদের ই-ভাউচার (ফুড-কার্ড) প্রদান করে। প্রতিটি শরণার্থী পরিবারকে ১টি করে ফুডকার্ড প্রদান করা হয়। ফুডকার্ড একধরণের ডেবিট কার্ড যা প্রতিমাসে রিচার্জ করা হয়। দৈনিক মাথাপিছু ২,১০০ কিলো ক্যালোরি সমমানের খাদ্যমূল্য স্থানীয় বাজারমূল্য বিবেচনায় ফুডকার্ডে ক্রেডিট দেয় হয়। জুন ২০১৭ মাসে জনপ্রতি মাসিক ক্রেডিট ছিল ৮৫২ টাকা। শরণার্থীগণ ফুড কার্ডের মাধ্যমে ক্যাম্পে নির্ধারিত তিনটি ফুডশপ হতে তাদের পছন্দমত খাদ্য সামগ্রী (চাল, ডাল, লবণ, ছয়াবিন তৈল, চিনি, শুটকি, শাক, আলু, পিয়াঁজ, মসলা ও সবজি) সংগ্রহ করে।

০৮. অন্যান্য সহায়তা: সাবান, সিআরএইচ জ্বালানী, টুথ পাউডার, কেরোসিন, ছাতু ইত্যাদি

০৯. প্রশিক্ষণ: দর্জির কাজ, ছুতারের কাজ, সাবান তৈরী, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামত, রিক্সা ও বাইসাইকেল মেরামত (এনজিও কর্তৃক পরিচালিত)

১০. ক্যাম্পে কর্মরত সংস্থাসমূহ:
UN Organization: UNHCR & WFP
NGO : BDRCS, TAI, RTMI, Handicap-International, CODEC, NGO Forum & ACF
Govt. Partner : District Sadar Hospital, Civil Surgeon & District Controller of Food, Cox's Bazar

28.8.17

28.8.2017

Md. Shamsud Douza
(Deputy Secretary)
Add. Refugee Relief and Repatriation Commissioner
Cox's Bazar